জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন (UNCITRAL) হল মূল আইনি সংস্থা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ব্যবস্থা। (UNCITRAL) এর মূল ব্যবসা

আন্তর্জাতিক ব্যবসার নিয়মের আধুনিকীকরণ এবং সমন্বয়।

1996 সালের ডিসেম্বরে কমিশন কর্তৃক ই-কমার্স সম্পর্কিত (UNCITRAL) মডেল আইন পাস হয়েছিল।

ইলেকট্রনিক পরিচালনার জন্য একটি আইনি প্রক্রিয়া প্রদানের জন্য একটি যুগান্তকারী এবং উদ্যোগ ছিল

লেনদেন

ইলেকট্রনিক কমার্সের (UNCITRAL) মডেল আইনের লক্ষ্য হল এর বাণিজ্যিক ব্যবহার সক্ষম করা

যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম এবং তথ্য সংরক্ষণ। এটি গঠনের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে

এবং চুক্তির বৈধতা বৈদ্যুতিনভাবে এবং ডেটার অ্যাট্রিবিউশন এবং ধরে রাখার জন্য সমাপ্ত হয়

বার্তা

এই মডেল আইন দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ সম্পর্কিত সাধারণ বিধান সম্পর্কিত

ই-কমার্সের সাথে যেখানে দ্বিতীয় অংশটি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ই-কমার্সের জন্য নির্দিষ্ট বিধানের সাথে সম্পর্কিত

এলাকা

মডেল আইন প্রদান করে যে 'ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনস'কে সমতুল্য আইনি প্রভাব দেওয়া হবে

কাগজ ভিত্তিক যোগাযোগের জন্য। সদস্য দেশগুলিকে একটি প্রাসঙ্গিক আইন প্রস্তুত করতে হবে

এই মডেল আইনের কাঠামোর মধ্যে। (UNCITRAL) এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও এটি স্বীকার করে

মডেল আইন। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, (UNCITRAL) নথি একটি অনুমোদনযোগ্য নথি

বরং একটি নিয়ন্ত্রক এক

এই মডেল আইন

▪ নিয়ম ও নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে যা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গঠিত চুক্তিকে বৈধতা দেয় এবং স্বীকৃতি দেয়

মানে

▪ চুক্তি গঠন এবং বৈদ্যুতিন চুক্তি কার্যকারিতা পরিচালনার জন্য নিয়ম সেট করে

▪ আইনি এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করে

▪ বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর সম্পর্কিত (UNCITRAL) মডেল আইনের লক্ষ্য অতিরিক্ত আইনী আনা

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের নিশ্চিততা।

▪ এটি ইলেকট্রনিক এবং এর মধ্যে সমতার জন্য প্রযুক্তিগত নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ড স্থাপন করে

হাতে লেখা স্বাক্ষর।

▪ এটি একটি প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে যায়

প্রযুক্তিগত পণ্য।

▪ এটি সম্ভাব্য দায়িত্ব এবং দায় মূল্যায়নের জন্য মৌলিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে

স্বাক্ষরকারী, নির্ভরকারী পক্ষ এবং বিশ্বস্ত তৃতীয় পক্ষ স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে।